

ক্ষুদ্র উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ইনোভেশন আইডিয়া

শিরোনাম:- নীলফামারী জেলার মৎস্য আড়ৎদারদের তালিকা ও বিবরণী ওয়েবপোর্টালে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের মাধ্যমে গ্রাহক এবং মৎস্য বিক্রেতাদের সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণ

ভূমিকা:

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় আয়ের উৎস, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, খাদ্য ও পুষ্টিগুণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে এ সেক্টর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাছ উৎপাদনের পরিমাণ, মূল্য এবং কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশের গৃহস্থালি/স্থানীয় বাজারগুলো দিনদিন প্রসারিত হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশের মাছের বাজারগুলো গতানুগতিক, জটিল এবং কম প্রতিযোগিতাপূর্ণ তারপরও এসব বাজার উৎপাদনকারী বিক্রেতা, আড়ৎদার ক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলশ্রুতিতে বাজারে মাছ বেচা-কেনার সাথে সম্পর্কিত সকল ব্যক্তিবর্গের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ সফল লাভ করতে পারছেন। তাই মৎস্যখাত ও মৎস্যচাষ কার্যক্রমকে প্রযুক্তিগতভাবে স্থায়ীত্বশীল ব্যবস্থাপনার উপায় হিসেবে স্থানীয় মৎস্যচাষীদের মাঝে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মৎস্য সেবা সহজে জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে মৎস্য অধিদপ্তর, নীলফামারী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় উদ্ভাবনী ও জনকল্যানমুখী মৎস্যসেবা প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য বিভাগ ও মৎস্যচাষীদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় মৎস্য আড়ৎদারদের তালিকা ওয়েবপোর্টালে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের মাধ্যমে মৎস্য বিভাগ, নীলফামারী শিরোনামে বর্ণিত মৎস্যসেবা কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১. উদ্যোগটি কেন গ্রহন করা হয়েছে:

মাছে-ভাতে বাঙ্গালী ও গোলা-ভরা ধান, পুকুর ভর্তি মাছ এবং গোয়াল ভরা গরু ইত্যাদি প্রবাদ বাক্যগুলো প্রাচীনকাল থেকে আবহমান বাংলায় বাঙ্গালী জাতির কৃষ্টি, জীবন-যাপন ও ঐতিহ্য বহন করে কালের সাক্ষী হয়ে চলছে। মাছ হলো একটি উত্তম প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য। ইতিমধ্যে প্রাণ রক্ষাকারী এবং অত্যন্ত মূল্যবান অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড, বিভিন্ন প্রকার অনুপুষ্টি, ভিটামিনস, খনিজ লবন ইত্যাদি পর্যাপ্ত মাত্রায় রয়েছে। যেগুলো আমাদেরকে সুস্বাস্থ্যবান, নিরোগ কর্মক্ষম ও মেধাসম্পন্ন রাখতে প্রতিনিয়তভাবে সাহায্য করে চলছে। এজন্য আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সৃষ্টি ও সম্প্রসারণে মাছের বাজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মাছ উৎপাদনকারী ফরিয়া, বেপারি, আড়ৎদার, পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতাদের সমন্বয়ে একটি চ্যানেল তৈরি হয়েছে যার মধ্যে আড়ৎদার একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করছে। আমরা জানি, মাছ দ্রুত পচনশীল একটি খাদ্যপণ্য। চাষী/জেলে মাছ ধরে দূরবর্তী বাজারে গিয়ে সরাসরি মাছ বিক্রয় করা একটি সমস্যা। আর এক্ষেত্রে আড়ৎদার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কারণ তাদের ব্যবসার পরিমন্ডলে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা রয়েছে যেমন: পানি সরবরাহ, গ্রেডিং, বাছাইকরণ, ওজন, পরিমাপ, বরফে সংরক্ষণসহ নানাবিধ সুবিধাদি। ফলশ্রুতিতে মৎস্যচাষী, বেপারি/ফরিয়ারা নিশ্চিত দূরবর্তী স্থান হতে মাছ সংগ্রহ করে বাজারে নিয়ে আসতে পারেন এবং ক্রেতাগণ সতেজ মাছ ক্রয় করে প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণসহ অত্যাবশ্যকীয় অনুপুষ্টির চাহিদা পূরণ, জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন ঔষধ, ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করতে পারছেন। সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সুখ-সমৃদ্ধিশীল উন্নত জীবন-যাপন করার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে পারছি। জনস্বাস্থ্যের সুস্থতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উত্তম মাছচাষ অনুশীলনের (GAP) মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন এবং বিক্রয় আমাদের সামনে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। বাজারে নিরাপদ মাছের যোগান বৃদ্ধি ও মাঠ পর্যায়ে অধিকতর হারে (GAP) অনুশীলনকারী চাষি আড়ৎদারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের পরিচিতি জনসম্মুখে প্রকাশ প্রচলিত বিদ্যমান ব্যবস্থায় কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ বিষয়। এছাড়া দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত টেলিফোন ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার সুযোগ থাকলেও অনেক সময় উক্ত নম্বরসমূহ মৎস্য চাষীদের কাছে না থাকা, প্রয়োজনের সময় মোবাইল ব্যালেন্স না থাকা এবং অন্যান্য নানা সমস্যার কারণে তা যথাসময়ে পাওয়া হয় না। ফলে সময় ও অর্থের অপচয় হয়। এছাড়া অ্যাপস, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য ভার্চুয়াল মাধ্যমভিত্তিক যোগাযোগ তৈরির ক্ষেত্রে নিরাপদ মৎস্য ক্রয়-বিক্রয়ের আড়ৎদারের তথ্য বর্তমান সময়ে একান্ত প্রয়োজন। আগামী দিনে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং তাদের আমিষের চাহিদা পূরণকল্পে ক্রমবর্ধমান হারে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারে যোগান বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল রাখতে হলে মৎস্য আড়ৎদারের সঠিক তালিকা প্রণয়ন করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ওয়েবপোর্টালে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখিত বিষয়সমূহকে লক্ষ্য করে গুণগত মানসম্পন্ন নিরাপদ মাছ বিক্রেতা/আড়ৎদারের তালিকাসহ তালিকা মাছ গ্রাহক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের হাতের নাগালে পৌঁছাতে এবং উত্তম মাছ চাষ অনুশীলনের (GAP) মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল মৎস্যচাষ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে জেলা মৎস্য দপ্তর নীলফামারী কর্তৃক ওয়েবপোর্টালে সংরক্ষণ এবং প্রকাশের মাধ্যমে মৎস্যসেবা সহজীকরণের উদ্ভাবনী এ উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। নীলফামারী জেলার ৬টি উপজেলার ৩২ জন বেসরকারি আড়ৎদারগণের তথ্য ওয়েবপোর্টালে সংরক্ষণের মাধ্যমে মৎস্যসেবা সহজীকরণ করা হয়েছে। ফলে ওয়েবপোর্টালে উল্লেখিত আড়ৎদারগণের নিকট থেকে আগ্রহী মৎস্য গ্রাহক/ ব্যবসায়ীগণ তাৎক্ষণিকভাবে চাহিদা অনুযায়ী নীলফামারী জেলার যেকোন স্থান হতে বাজারি মাছ সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন।

২. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

জেলা মৎস্য দপ্তর, নীলফামারী কৃতক ছয়টি উপজেলার মৎস্য আড়ৎদারদের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নির্ধারিত ফরমেট (পরিশিষ্ট-ক) প্রদান করা হয়েছিল। নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর মাস সময়ে তথ্য যাচাই-বাছাই করা হবে। তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে নির্ধারিত উপজেলা শর্তানুযায়ী মোট ৩২ জন মৎস্য আড়ৎদারদের এর তথ্য ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ওয়েবপোর্টলে আপলোড করা হবে।

৩. লগ ফ্রেইম (Log Frame):

| ক্র.নং | কার্যক্রম | সময়কাল (২০২৩-২০২৪) | | | | | |
|--------|---|---------------------|-------|-----|------|------|------|
| | | সেপ্টে | অক্টো | নভে | ডিসে | জানু | ফেবু |
| ১. | মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ | | | | | | |
| ২. | তথ্য যাচাইকরণ | | | | | | |
| ৩. | বিভাগীয় দপ্তরে তথ্য প্রেরণ | | | | | | |
| ৪. | বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ | | | | | | |
| ৫. | জেলা ও বিভাগীয় দপ্তরে তথ্য ওয়েবপোর্টলে আপলোডকরণ | | | | | | |

৪. প্রত্যাশিত ফলাফল:

- নীলফামারী জেলার ছয়টি উপজেলার মোট ৩২ জন মৎস্য আড়ৎদারদের তালিকা জানতে পারবে।
- অফিসে যাতায়াতের জন্য সময়ের অপচয় হবে না।
- আগ্রহী নাগরিকগণের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে না।
- তাৎক্ষণিকভাবে যে কোন স্থান থেকে ওয়েবপোর্টলে হতে আড়ৎদারদের তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।
- গবেষণাধর্মী কাজে সহায়ক হবে।
- ভার্চুয়াল বাজার ব্যবস্থাপনায় আড়ৎদারদের তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব
- পোর্টাল অন্যতম তথ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

উদ্যোগ গ্রহণের আগে

সময় ২-৩ দিন
ব্যয় ১০০-৩০০ টাকা
ভিজিট ২-৩ বার

উদ্যোগ গ্রহণের পরে

৩০-৫০ মিনিট
ব্যয় ২০- ৫০ টাকা
ভিজিট ১ বার

স্বাক্ষরিত

২৭/০৯/২০২৩

(মোঃ আবু সাইদ)

জেলা মৎস্য অফিসার

নীলফামারী।